মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে তা মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (mohammad.masud@bb.org.bd), নাসরিন সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (n.sultana@bb.org.bd), শায়লা শারমিন রাশ্তি, যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (saila.sarmin@bb.org.bd), মোঃ আল মাহমুদ, উপপরিচালক, গবেষণা বিভাগ (all.mahmud@bb.org.bd) এবং মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপপরিচালক, গবেষণা বিভাগ (mahmudul.hasan948@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫)
সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১৮৯৯.৭৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ২২৪৯৮.৮৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। *মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় ডিসেম্বর'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।*
- বার্ষিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৩২.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ডিসেম্বর'২৪ শেষে ১৮.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *সরকারের রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ ডিসেম্বর'২৪ শেষে ৭৮.৩৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ৭৪.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। *বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে সরকার কর্তৃক অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণের (crowding out effect) ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।*
- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১৬.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৬৩.২৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২৫ শেষের ৮.৩৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ৮.৪৯ শতাংশে দাঁড়ায়। *আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, নভেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৯৫.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল ৩১৫৯.৪৬ বিলিয়ন টাকা। *জুন'২৪ এ NPL বৃদ্ধির ফলে শরিয়াহ-ভিত্তিক কিছু ব্যাংকের তারল্য অনেকটা চাপের মধ্যে থাকায় ব্যাংকিং খাতে মোট তারল্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। তবে পরবর্তীতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।*
- ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার ডিসেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৩৪ ও ১২.০৩ শতাংশ, যেখানে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.৪২ শতাংশ ও ১২.১৬ শতাংশ। *আমানত প্রবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তারল্য সহায়তার সূত্রে তারল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরনের ফলে ঋণের সুদহার হ্রাস পাচ্ছে।*
- তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ডিসেম্বর'২৫ শেষে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৭২.১৭ বিলিয়ন টাকায়, যা সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬৪৪৫.১৫বিলিয়ন টাকা। *ব্যাংক ব্যবস্থায় NPL কমিয়ে আনতে আর্থিক খাত সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৪৭৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বেশি হওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) ৩২৯.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১০৮৮.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।*
- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ০.৪২ শতাংশ ও ৬.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১১০৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.১১ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের হতে ০.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- ডিসেম্বর'২৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১২২.৩১ টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল ১২১.৮০ টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৫১ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয়
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ডিসেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়ায় ৩৩১৮৭.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৮৫৭৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৬ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫)

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক অস্থিরতা ও নীতিগত অনিশ্চয়তার মধ্যেও ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ এবং গ্লোবাল মূল্যস্ফীতি ৩.৮ শতাংশ হবে মর্মে আশা[১] করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ: মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ও রিজার্ভ বৃদ্ধি করা, এবং ক্রমবর্ধমান NPL মোকাবেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান মুদ্রানীতিতে (জানুয়ারি-জুন, ২০২৬) সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ও বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২১.৬ শতাংশ ও ৮.৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর'২৫ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৩২.১৯ শতাংশ ও ৬.১০ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৪ থেকে ২.৪০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮.৪৯ শতাংশে। এছাড়া, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১০৮৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১৮৯৯.৭৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ২২৪৯৮.৮৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। M2 পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুন'২৫ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৫) ০.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে (সেপ্টেম্বর'২৪ এর তুলনায় ডিসেম্বর'২৪) ১.৪১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। উৎস ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নীট বৈদেশিক সম্পদ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ যথাক্রমে ৪.৩১ শতাংশ ও ২.৪৭ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

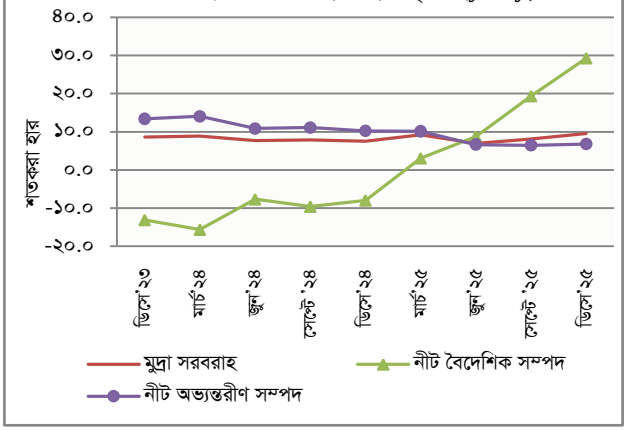

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বার্ষিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৫৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৭.৫৭ শতাংশ এবং ডিসে'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৭.৮০ শতাংশের তুলনায় বেশি। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৯.২৮ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদও ৬.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)-এর প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় ডিসেম্বর'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পাশাপাশি আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত হওয়ায় সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের সূত্রে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ বাৎসরিক ভিত্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ার মূল কারণ।

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, জানুয়ারি ২০২৬; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৩২১১.৬৬ বিলিয়ন টাকার থেকে ২.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৮৪৯.৬৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৫ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৮৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বর'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ১০.০০ শতাংশ এবং ডিসেম্বর'২৪ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৯.১৩ শতাংশের তুলনায় বেশি। উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। (চার্ট-২)।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

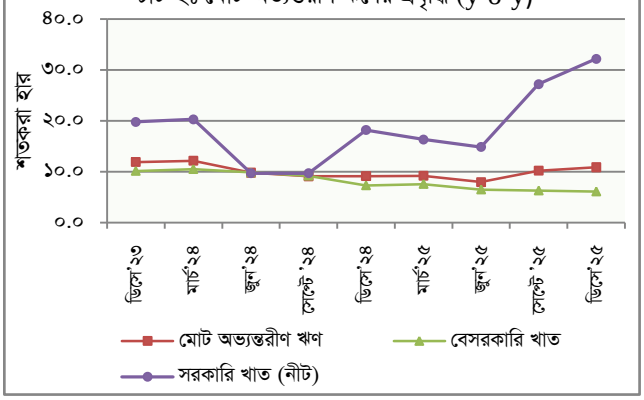

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বার্ষিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.১০ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৭.২০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৭.৩০ শতাংশের তুলনায় কম। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ ডিসেম্বর'২৪ শেষের ৭৮.৩৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ৭৪.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হতে ক্রমাগতভাবে সরকার কর্তৃক অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণের ফলে (crowding out effect) বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।

অন্যদিকে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত (cumulative) নিট ঋণ স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ শেষে ৫৪৯৩.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.০২ শতাংশ। বার্ষিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ৩২.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ডিসেম্বর'২৪ শেষে ১৮.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, সরকারের রাজস্ব আয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩০০.১৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৩.৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

বার্ষিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৯.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ডিসেম্বর'২৫ এর জন্য প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি ২৮.৩ শতাংশ এর তুলনায় বেশি। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (ডিসেম্বর'২৪) নীট বৈদেশিক সম্পদ ৮.০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১৬.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৬৩.২৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৯.১৭ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

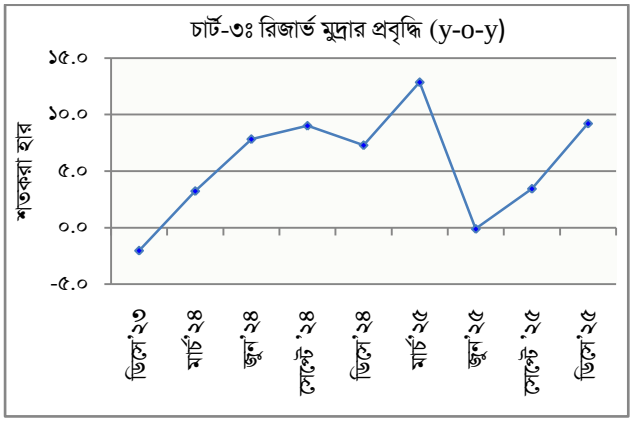

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর'২৫ শেষে ৯.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৭.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল (চার্ট-৩)। মূলতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ অধিক বৃদ্ধির সূত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। তারল্য পরিস্থিতি

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, নভেম্বর'২৫ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৯৫.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল ৩১৫৯.৪৬ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। উল্লেখ্য, জুন'২৪ এ NPL বৃদ্ধির ফলে শরিয়াহ-ভিত্তিক কিছু ব্যাংকের তারল্য অনেকটা চাপের মধ্যে থাকায় ব্যাংকিং খাতে মোট তারল্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। তবে পরবর্তীতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদ (Excess Liquid Asset)-এর গতিধারা

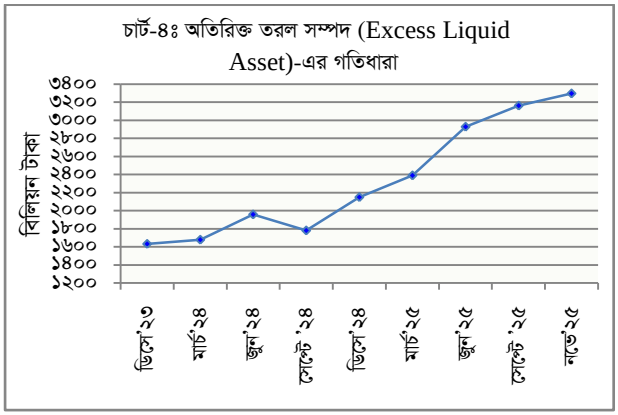

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। বাজারভিত্তিক সুদহার

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি) সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১০.০৩ শতাংশে দাড়ালেও ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই হ্রাস পেয়েছে (চার্ট-৫)। ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার ডিসেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৩৪ ও ১২.০৩ শতাংশ, যেখানে সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.৪২ শতাংশ ও ১২.১৬ শতাংশ। আমানত প্রবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তারল্য সহায়তার সূত্রে তারল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরনের ফলে ঋণের সুদহার হ্রাস পাচ্ছে।

চার্ট-৫ আমানত ও আগামের সুদ হার

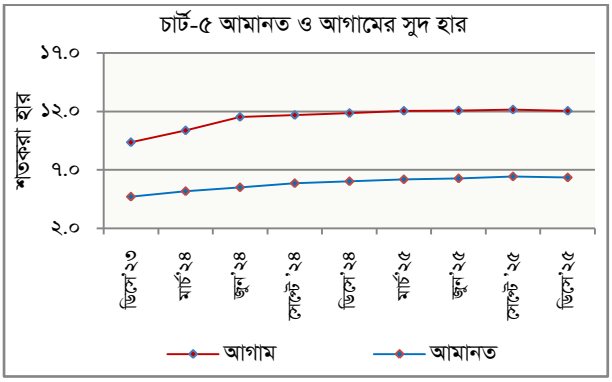

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ডিসেম্বর'২৫ শেষে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৭২.১৭ বিলিয়ন টাকায়, যা সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬৪৪৫.১৫ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৬)। ব্যাংক ব্যবস্থায় NPL কমিয়ে আনতে আর্থিক খাত সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

চার্ট-৬ঃ মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও NPL অনুপাতগতিধারা

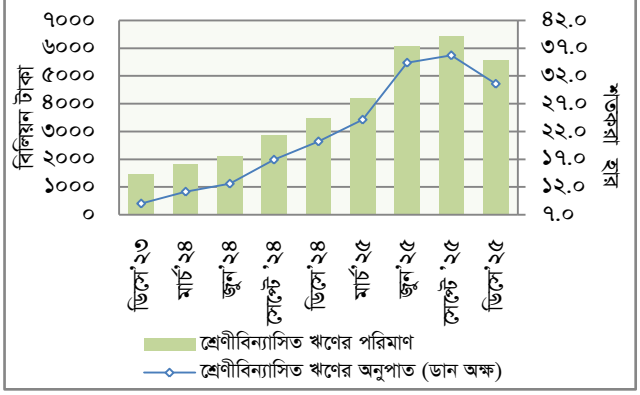

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'২৫ শেষের ৮.৩৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'২৫ শেষে ৮.৪৯ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২)

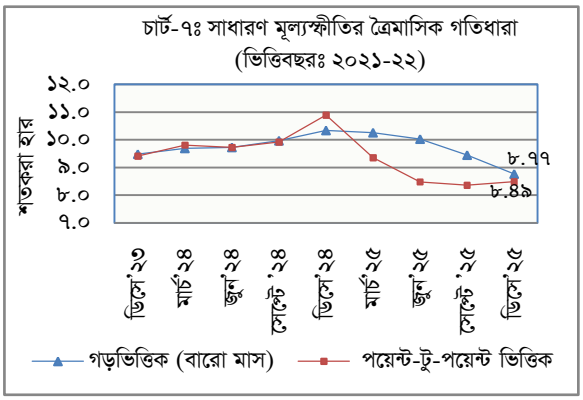

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যানব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ওভারনাইট রেপো (পলিসি) সুদহার, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় যথাক্রমে ১০.০০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ এবং ৮.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত ছিল।

কলমানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে সুদহার সর্বনিম্ন ৯.৫০ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১১.০০ শতাংশ ছিল এবং মোট ৩২১৯.৩৭ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করা হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ২.২৬ শতাংশ কম।

রেপো[২] নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দৈনিক রেপো'র ৫৬ টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদি রেপো'র আওতায় ২৭৪১.৬২ বিলিয়ন টাকার ২৭২০টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৬২টি নিলামে ৬৬৯৪.৪৮ বিলিয়ন টাকার ৬৩৩৭টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে Assured রেপো'র ২০টি নিলামে ২০৩.০৫ বিলিয়ন টাকার ৯৫টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)[৩]ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এসডিএফ এর আওতায় মোট ৬১টি নিলামের মাধ্যমে ১৪৯৭.৯৮ বিলিয়ন টাকার ৩১৪টি দরপত্র গৃহীত হয়।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৩টি নিলামের মাধ্যমে ৯৩০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৪২.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৫৮৬৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১০১৫.০০ বিলিয়ন টাকার ৬৫৬৫টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

[২] দৈনিক ভিত্তিক নিলামে অন্তর্ভুক্ত:ওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ)
[৩] নীতি সুদহার করিডোর এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ), যা পূর্বে রিভার্স রেপো হিসেবে অভিহিত ছিল

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১৩টি নিলামের মাধ্যমে ৩৯০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৯০.০০ বিলিয়ন টাকার ১৯৩৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৩০২.৪১ বিলিয়ন টাকার ২০২৬টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ০৯.২৫ শতাংশ থেকে ১০.৯৯ শতাংশ। ডিসেম্বর'২৫ শেষে ট্রেজারি বন্ড স্থিতি ছিল ৫৫৫০.৬৩ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ৪.৮৬ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি, তবে ১৮০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের ২.৫০ বিলিয়ন টাকা পরিশোধিত হয়েছে।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ এ সময়ে আইবিএলএফ এর মোট ৫৫টি নিলামের মাধ্যমে ৪৪৫.৫০ বিলিয়ন টাকার ১৪১টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট (এসএলএস)ঃ এ সময়ে ০২টি নিলামে ২৯.৬২ বিলিয়ন টাকার ০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকেও কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ০.৪২ শতাংশ ও ৬.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১১০৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.১১ শতাংশ হ্রাস পেলেও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের হতে ০.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ এ সময়ে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১৪.৩৮ শতাংশ ও ১৯.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৪৭৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বেশি হওয়ায় আর্থিক হিসাবে (financial account) ৩২৯.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে (সারণি-১)। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১০৮৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২৪-২৫[স]	অক্টোবর-ডিসেম্বর (Q_2) অর্থবছর ২০২৫[স]	জুলাই-সেপ্টেম্বর (Q_1): অর্থবছর ২০২৬[স]	অক্টোবর-ডিসেম্বর (Q_2): অর্থবছর ২০২৬[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২২৪৩৩**	**-৫১২৪**	**-৫৭১৪**	**-৫৮৮০**
রপ্তানি (f.o.b)	৪০৮০৭	১১৭৭৩	১১০৮৫	১১০৩৮
আমদানি (f.o.b)	৬৩২৪০	১৬৮৯৭	১৬৮০০	১৬৮৭৮
সেবা	-৪২৪১	-১৪৫৪	-১৩৭১	-১৬১৯
প্রাইমারি ইনকাম	-৪৩২৬	-১৩৫৩	-১৪৮৭	-৯১০
সেকেন্ডারি ইনকাম	২৪৩৯৮	৭৪০৬	৭৭৫৪	৮৮৪৫
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২৩৯১২	৭২৩৪	৭৫৮৫	৮৬৭৬
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-৬৬০২**	**-৫২৫**	**-৮১৮**	**৪৭৬**
মূলধনী হিসাব	৭১৯	৬১	৯৩	১১০
আর্থিক হিসাব	৪৪৭২	**১২৮২**	**১৭১৮**	**৩২৯**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৪৩০০**	**১০১৮**	**৮৫৩**	**১০৮৮**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

ডিসেম্বর'২৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[৪] হার দাঁড়ায় ১২২.৩১ টাকা, যা সেপ্টেম্বর'২৫ শেষে ছিল ১২১.৮০ টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৫১ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় (চার্ট-৮)। সাধারণতঃ বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে মার্কিন ডলার বিক্রয় করা হয়নি।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

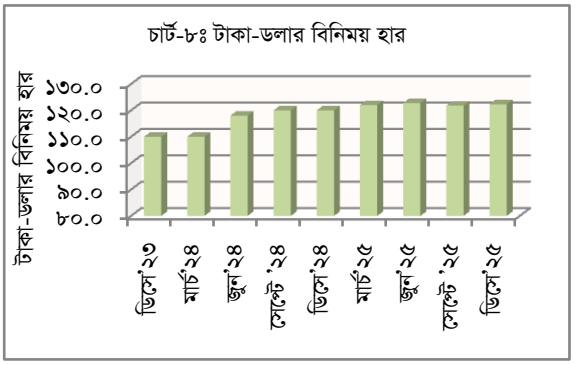

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে ০.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২.৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বৈদেশিক দায় পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন, প্রবাসী আয়, সরাসরি মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ডিসেম্বর'২৫ শেষে দাঁড়ায় ৩৩১৮৭.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৮৫৭৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.৬ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়[৫] মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

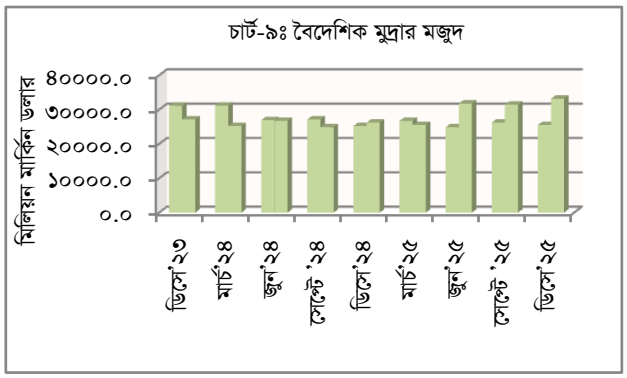

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১০। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশের মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত রাখার লক্ষ্যে শিশুখাদ্যের পণ্যের আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ১০০% নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত পণ্যসমূহের মধ্যে 'নন সিরিয়াল ফুড অর্থাৎ অ-শস্য খাদ্যপণ্য' এবং 'প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়: যেমন টিনজাত (canned) খাদ্য, চকলেট, বিস্কুট, জুস, কফি, সফট ড্রিংকস্ ইত্যাদি' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২১ অক্টোবর ২০২৫, oct212025brpdl23.pdf)
- দেশে নগদ অর্থ লেনদেন হ্রাসের লক্ষ্যে এনপিএসবি অবকাঠামো ব্যবহার করে সকল ব্যাংক, এমএফএস প্রোভাইডার এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারদের মধ্যে Interoperable লেনদেন প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ব্যাংক, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং এমএফএস প্রোভাইডার তার গ্রাহক (প্রেরক) থেকে ফি/চার্জ বাবদ ভ্যাটসহ সর্বোচ্চ যথাক্রমে ০.১৫%, ০.২০% ও ০.৮৫% আদায় করতে পারবে। (বিস্তারিতঃ পিএসডি, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, oct132025psd12.pdf)

[৪] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) হতে সংগ্রহীত।

[৫] মাস ভিত্তিতে দ্রব্য আমদানি (cif)

- নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত তৈরি পোশাক/বস্ত্রজাত সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে নিট এফওবি মূল্যের উপর উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নগদ সহায়তা পেয়ে থাকে। সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে, আলোচ্য সুবিধার আওতায় মূল তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় একই হারে সাব-কন্ট্রাক্টিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ও রপ্তানিকৃত পণ্যে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রযোজ্য হবে । (বিস্তারিতঃ এফইপিডি, ১২ নভেম্বর ২০২৫, nov122025fepd46.pdf)
- বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০২৪ অনুসারে, ব্যাংকসমূহকে স্ট্যান্ডার্ড এবং স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট (এসএমএ) এর বিপরীতে বকেয়া ঋণের ১ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ হারে প্রভিশন বজায় রাখতে হবে। এছাড়াও, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (সিএমএস) এন্টারপ্রাইজ ঋণের বিপরীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত ০.৫০ শতাংশ হারে প্রভিশন বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। (বিস্তারিতঃ বিআরপিডি, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, dec212025brpdl29e.pdf)

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে পরিমিত মাত্রার দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখাসহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষতঃ খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরুরী ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করছে। তবে, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা: কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও আস্থা পুনরুদ্ধারসহ আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৫

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	জুন	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৫	২০২৫	২০২৫	২০২৪	২০২৪	২০২৩	সেপ্টেম্বর'২৫ এর	জুন'২৫ এর	সেপ্টেম্বর'২৪ এর	ডিসেম্বর'২৪ এর	ডিসেম্বর'২৩ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'২৫	তুলনায় সেপ্টেম্বর'২৫	তুলনায় ডিসেম্বর'২৪	তুলনায় ডিসেম্বর'২৫	তুলনায় ডিসেম্বর'২৪
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৩০০.১৪	৩১৬৩.৮২	৩১৫৮.৯৪	২৫৫২.৭৬	২৬৫০.৯৭	২৭৭৪.৬৪	১৩৬.৩২	৪.৮৮	-৯৮.২০	৭৪৭.৩৮	-২২১.৮৭
							(৪.৩১)	(০.১৫)	-(৩.৭০)	(২৯.২৮)	-(৮.০০)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৯১৯৮.৭১	১৮৭৩৫.৯৬	১৮৫৮৭.২৮	১৭৯৮৪.০৬	১৭৬০০.৫২	১৬৩১৬.৮৪	৪৬২.৭৫	১৪৮.৬৮	৩৮৩.৫৪	১২১৪.৬৫	১৬৬৭.২২
							(২.৪৭)	(০.৮০)	(২.১৮)	(৬.৭৫)	(১০.২২)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৩৮৪৯.৬৮	২৩২১১.৬৬	২২৮৪৩.৫৩	২১৫১১.৭৪	২১০৬৩.০০	১৯৭১২.২২	৬৩৮.০২	৩৬৮.১৩	৪৪৮.৭৪	২৩৩৭.৯৪	১৭৯৯.৫২
							(২.৭৫)	(১.৬১)	(২.১৩)	(১০.৮৭)	(৯.১৩)
i) সরকারি খাত (নীট)	৫৪৯৩.২৬	৫১৭৫.৬০	৪৮৮১.৭৮	৪১৫৫.৭৩	৪০৬৮.১৪	৩৫১৬.৫৮	৩১৭.৬৬	২৯৩.৮২	৮৭.৫৯	১৩৩৭.৫৩	৬৩৯.১৫
							(৬.১৪)	(৬.০২)	(২.১৫)	(৩২.১৯)	(১৮.১৮)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৭৬.১৮	৪৭৫.১৭	৪৮৪.৮৮	৫০৩.৩০	৪৭২.৪২	৪৮৮.৯৪	১.০১	-৯.৭১	৩০.৮৮	-২৭.১২	১৪.৩৬
							(০.২১)	-(২.০০)	(৬.৫৪)	-(৫.৩৯)	(২.৯৪)
iii) বেসরকারি খাত	১৭৮৮০.২৪	১৭৫৬০.৮৯	১৭৪৭৬.৮৭	১৬৮৫২.৭১	১৬৫২২.৪৪	১৫৭০৬.৭০	৩১৯.৩৫	৮৪.০২	৩৩০.২৭	১০২৭.৫৩	১১৪৬.০১
							(১.৮২)	(০.৪৮)	(২.০০)	(৬.১০)	(৭.৩০)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৪৬৫০.৯৭	-৪৪৭৫.৭১	-৪২৫৬.২৬	-৩৫২৭.৬৯	-৩৪৬২.৪৮	-৩৩৯৫.৩৮	-১৭৫.২৭	-২১৯.৪৫	-৬৫.২১	-১১২৩.২৯	-১৩২.৩০
							-(৩.৯২)	-(৫.১৬)	-(১.৮৮)	-(৩১.৮৪)	-(৩.৯০)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	২২৪৯৮.৮৫	২১৮৯৯.৭৮	২১৭৪৬.২২	২০৫৩৬.৮২	২০২৫১.৪৯	১৯০৯১.৪৮	৫৯৯.০৭	১৫৩.৫৬	২৮৫.৩৩	১৯৬২.০৩	১৪৪৫.৩৪
							(২.৭৪)	(০.৭১)	(১.৪১)	(৯.৫৫)	(৭.৫৭)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৪৮৬৬.৭১	৪৭০৮.৯৭	৫১০১.৬৭	৪৭৪৯.২০	৪৭৬৪.৬৩	৪৫১৭.২৮	১৫৭.৭৪	-৩৯২.৭১	-১৫.৪৪	১১৭.৫১	২৩১.৯১
							(৩.৩৫)	-(৭.৭০)	-(০.৩২)	(২.৪৭)	(৫.১৩)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৭৫৩.৪৩	২৭৪৭.২৪	২৯৬৪.৫২	২৭৬৩.৭২	২৮৩৫.৫৩	২৫৪৮.৬০	৬.১৯	-২১৭.২৮	-৭১.৮২	-১০.২৮	২১৫.১১
							(০.২৩)	-(৭.৩৩)	-(২.৫৩)	-(০.৩৭)	(৮.৪৪)
ii) তলবি আমানত	২১১৩.২৭	১৯৬১.৭২	২১৩৭.১৫	১৯৮৫.৪৮	১৯২৯.১০	১৯৬৮.৬৮	১৫১.৫৫	-১৭৫.৪৩	৫৬.৩৮	১২৭.৭৯	১৬.৮০
							(৭.৭৩)	-(৮.২১)	(২.৯২)	(৬.৪৪)	(০.৮৫)
খ) মেয়াদি আমানত	১৭৬৩২.১৪	১৭১৯০.৮১	১৬৬৪৪.৫৫	১৫৭৮৭.৬২	১৫৪৮৬.৮৬	১৪৫৭৪.২০	৪৪১.৩৩	৫৪৬.২৭	৩০০.৭৭	১৮৪৪.৫২	১২১৩.৪৩
							(২.৫৭)	(৩.২৮)	(১.৯৪)	(১১.৬৮)	(৮.৩৩)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৪৩৬৩.২৫	৩৭৫২.৭৩	৪১৩১.৭৯	৩৯৯৫.০০	৩৮৮১.৯৬৪	৩৭২৩.১৬	৬১০.৫২	-৩৭৯.০৬	১১৩.০৩	৩৬৮.২৫	২৭১.৮৪
							(১৬.২৭)	-(৯.১৭)	(২.৯১)	(৯.২২)	(৭.৩০)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১৭৮.০২	৩০২১.২৬	২৯৩২.৪৮	২৩৫৭.৫১	২৩১৬.৬৬	২৪৮১.৯৯	১৫৬.৭৭	৮৮.৭৮	৪০.৮৪	৮২০.৫১	-১২৪.৪৮
							(৫.১৯)	(৩.০৩)	(১.৭৬)	(৩৪.৮০)	-(৫.০২)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১৮৫.২৩	৮৬০.৭১	১১৯৯.৩১	১৬৩৭.৪৯	১৪৩৬.০৭	১২৪১.১৭	৩২৪.৫২	-৩৩৮.৬০	২০১.৪২	-৪৫২.২৬	৩৯৬.৩২
							(৩৭.৭০)	-(২৮.২৩)	(১৪.০৩)	-(২৭.৬২)	(৩১.৯৩)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	৯৪৯.৭৭	৮০৬.৮৪	৮৫৪.২৭	৮৯৯.৭৪	১০৩৮.৩৩	১২৬৭.০৭	১৪২.৯২	-৪৭.৪৩	-১৩৮.৫৯	৫০.০৩	-৩৬৭.৩৩
							(১৭.৭১)	-(৫.৫৫)	-(১৩.৩৫)	(৫.৫৬)	-(২৮.৯৯)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মা: ডঃ)	৩৩১৮৭.৯০	৩১৪২৬.৮১	৩১৭৭২.০০	২৬২১৪.৮০	২৪৮৬৩.০০	২৭১৩০.০০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৩২৯৫.২২*	৩১৫৯.৪৬	২৯২৭.৪৫	২১৫০.০২	১৭৮০.৯১	১৬৩৩.০৫					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)	৫৫৭২.১৭	৬৪৪৫.১৫	৬০৮৩.৪৬	৩৪৫৭.৬৫	২৮৪৯.৭৭	১৪৫৬.৩৩					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)	৩০.৬০	৩৫.৭৩	৩৪.৪০	২০.২০	১৬.৯৩	৯.০০					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১২২.৩১	১২১.৮০	১২২.৭৭	১২০.০০	১২০.০০	১১০.০০					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০১.৯৬	১০৪.৪৯	৯৮.৬২	১০১.৮৬	১০০.০৯	১০২.৪২					
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)®	৮.৭৭	৯.৪৫	১০.০৩	১০.৩৪	৯.৯৭	৯.৪৮					

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; ®= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২। * নভেম্বর, ২০২৫ (সর্বশেষ তথ্যমতে)